আজকের কাগজ

তারিখ ... 26 JAN 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

সবার জন্য শিক্ষা

দীর্ঘ নয় বছর লাগাতার আন্দোলনের মাধ্যমে পতিত হল স্বৈরশাসকের। অতঃপর নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় গণতান্ত্রিক ধারা। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে দেশের আপামর জনতা যখন তাদের সরাসরি ভোটে কোন রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে তখন কারোই কিছু বলার থাকে না। কিন্তু তারা যখন মুখে গণতন্ত্রের কথা বলেন অথচ কার্যকলাপে স্বৈরতন্ত্র অব্যাহত রাখেন তখনই কিছু বলতে বাধ্য হই। তেমনি একটি বিষয় "সবার জন্য শিক্ষা"*কার্যক্রম। বর্তমান সরকার যখন ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে আগামী ২০০০ সালের মধ্যে "সবার জন্য শিক্ষা"র সুযোগ নিশ্চিত করতে চান, ঠিক তখনই শিক্ষার উপকরণ সাধারণ জনতার ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। উল্লেখ্য যে,

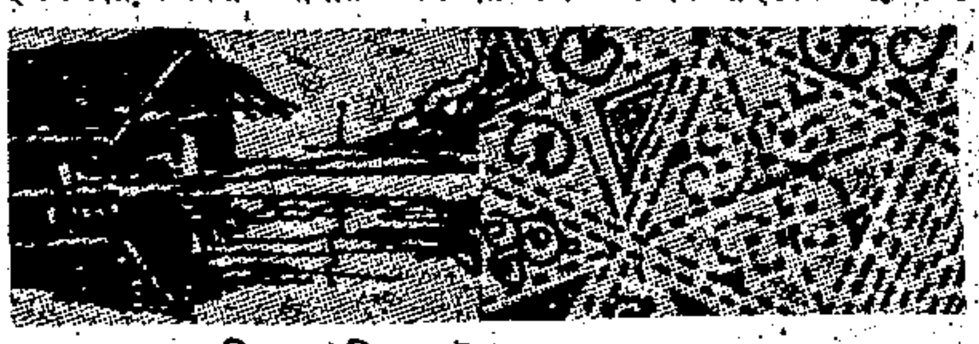

শিক্ষা সুযোগ নয়, অধিকার। শিক্ষার উপকরণের মধ্যে কাগজ অন্যতম। সেই নিউজপ্রিন্ট কাগজ প্রতি দিস্তা ১৪ টাকা। আমাদের দেশের শতকরা ৮০ জন দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। সুতরাং তাদের নিম্ন আয় দিয়ে যেখানে তারা দু'বেলা দু'মুঠো ভাত পেট ভরে খেতে পারে না, সেখানে শিক্ষার উপকরণ কেনার সাধ্য কোথায়? আবার চাউল প্রতি কেজি ১৬ টাকা। সুতরাং জনগণ সীমিত আয় থেকে চাউল কিনে পরিবারের মুখে অন্ন দেবে না ১৪ টাকা দিস্তা কাগজ কিনবে। ফলে শিক্ষিত হবার সুযোগ অনিশ্চিত থেকে যায়।

তাই সরকারের নিকট আকুল আবেদন মিথ্যার বেসাতি ছেড়ে ২০০০ সালের মধ্যে "সবার জন্য শিক্ষা"র অধিকার নিশ্চিত করুন, নয়তো আগামী প্রজন্ম আপনাদের ক্ষমা করবে না।

তৈয়ব আহমেদ
সাত রং আর্ট
বিকাবী বাজার
মুন্সীগঞ্জ-১৫০১।